সংবাদ

তারিখ 06 SEP 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এক দশকেও আবাসন সুবিধা হয়নি

প্রভাবশালীদের দখলে জবির ৯ হল

ফখরুল শাহীন

বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে যাত্রার এক দশক পরও আবাসন সুবিধা পায়নি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীরা। গত ৭ বছরের আন্দোলনে বেহাত হওয়া ২টি হল উদ্ধার হলেও এখনও ৯ হল রয়েছে প্রভাবশালীদের দখলে। ১৯৮৫ সাল থেকে স্থানীয় রাজনীতিবিদ, পুলিশ, ব্যবসায়ী, সরকারি স্কুল ও ভূমিদস্যুদের দখলে রয়েছে হলগুলো। অন্যদিকে নতুন হলের নির্মাণ কাজও এগুচ্ছে ধীরগতিতে। ২০০৯ সালে সর্বপ্রথম শিক্ষার্থীদের হল আন্দোলনের পর ভূমি মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ৫টি হল লিজ দিতে ঢাকা জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেয়; যদিও তা এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। তাই প্রতিবছরই শিক্ষার্থীরা হলের দাবিতে আন্দোলনে নামে। ২০১১ ও ২০১৪ দুটি বৃহত্তর আন্দোলনে ড. হাবিবুর রহমান হল ও নজরুল ইসলাম হল উদ্ধার হলেও তা ব্যবহারোপযোগী করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা বাণী ভবন নিয়েও কর্তৃপক্ষের কোন পরিকল্পনা নেই। এদিকে বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ছাত্রী হলের কাজ করার ৩ বছরের সময়সীমার ১ বছর শেষ হলেও কাজের নেই কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। আর কেরানীগঞ্জের বঙ্গবন্ধু হলের প্রকল্প একনেকের আগামী বৈঠকে অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমাণ রয়েছে।

স্থানীয়দের তথ্য আর ১৯৮৬ সালে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, স্বাধীনতার পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে পুরান ঢাকার দেশত্যাগী হিন্দুদের কয়েকটি পরিত্যক্ত বাড়িতে বিচ্ছিন্নভাবে তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের শিক্ষার্থীরা বসবাস শুরু করে। মূলত ওই সময়ের ছাত্রনেতারা শিক্ষার্থীদের জন্য নিজেরা ওইসব বাড়িকে ছাত্রাবাসে পরিণত করেন। বিভিন্ন সময়ে কলেজের অধ্যক্ষদের নাম জড়িয়ে ছাত্রাবাসগুলোর নামও দেন তারা। ওই ছাত্রাবাসগুলোর মধ্যে আরমানীটোলার শহীদ আবদুর রহমান হলে সর্বপ্রথম দখলদারদের দৃষ্টি পড়ে। স্বাধীনতার পরপরই দাতব্য প্রতিষ্ঠান আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম জায়গাটির দখল নিতে চায়। সে সময় শিক্ষার্থীরা হলটি রক্ষা করতে পারলেও শেষ রক্ষা হয়নি। ১৯৮৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি স্থানীয়দের সঙ্গে এই হলের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ ঘটলে ওইদিনই ৮টি হল বন্ধ করে দেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পরবর্তীতে কলেজ সংলগ্ন শহীদ আজমল হোসেন হলটিও বেদখল হয়ে যায়।

এছাড়া ১৯৮৮ সালের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিবেদন ও জগন্নাথ কলেজের সর্বশেষ ভিপি আলমগীর শিকদার লোটনের তথ্য থেকে জানা যায়, কেরানীগঞ্জে রানা হল নামে একটি ছাত্রাবাস ছিল, যা পরে বেদখল হয়ে যায় এবং ওই হলটি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে।

আন্দোলন : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৫ অনুযায়ী বিলুপ্ত কলেজের সব সম্পত্তি বুঝিয়ে দিতে মুসিহ মুহিত অডিট ফার্মকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। ফার্মটির অনুসন্ধানে তৎকালীন কলেজের বেদখল হলগুলের তথ্যের ভিত্তিতে প্রথম জোরালো আন্দোলন

জবির : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

জবির : ৯ হল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয় ২০০৯ সালের ২৭ জানুয়ারি। ওই সময় পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষের পর ওইদিন অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ওইসব হল উদ্ধারে বেশ কয়েকটি কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটিগুলোর নথি খতিয়ে জানা যায়, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পর ২০০৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক মাসের মধ্যে জবির হল ও বেদখল অন্যান্য সম্পত্তি উদ্ধারে সুপারিশ করতে ৬ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়। পরে মার্চে ওই কমিটি আনোয়ার শফিক হল, শাহাবুদ্দিন হল, আজমল হোসেন হল, তিব্বত হল ও হাবিবুর রহমান হল বিশ্ববিদ্যালয়কে লিজ দেয়ার সুপারিশ করে। ফলে ৫ মে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভূমি মন্ত্রণালয়ে হলগুলোর দীর্ঘমেয়াদি লিজের আবেদন করে। ৯ জুলাই ভূমি মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা নিতে জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেয়। ২০১০ সালের ২১ জানুয়ারি জেলা প্রশাসক আইনগত সুবিধার্থে বিশ্ববিদ্যালয়কে হলগুলো লিজের পরিবর্তে অধিগ্রহণের ব্যবস্থা নিতে বলে। এরপর ২০১১ ও ২০১৪ সালের দুটি বৃহত্তর আন্দোলনে ২টি হল উদ্ধার হলেও তা ব্যবহার উপযোগী করে তোলার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। এরপর প্রায় প্রতিবছরই হলের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে শিক্ষার্থীরা। সর্বশেষ গত ২ আগস্ট থেকে লাগাতার আন্দোলন করে আসছে শিক্ষার্থীরা।

বেদখল হওয়া জবির ৯ হল

১. তিব্বত হল : পাটুয়াটুলী ওয়াইজঘাট এলাকার ৮ ও ৯ নং জিএল পার্থ লেনের ৮.৮৮৯ কাঠার তিব্বত হল দখলের অভিযোগে ২০১৪ সালে সংসদ সদস্য হাজী সেলিমের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছিল শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা হলটি ঘেরাওয়ে গেলে পুলিশ লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণ করে। ওইদিন শিক্ষক নাসিরউদ্দীনসহ বেশ কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হন। ২০০১ সালে হলটির স্থানে স্ত্রীর নামে গুলশান আরা সিটি মার্কেট নির্মাণ শুরু করেন হাজী সেলিম। নব্বইয়ের দশকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে স্থানীয়রা হলটির দোতলায় আগুন দিলে তৎকালীন অধ্যক্ষ ড. হাবিবুর রহমান শিক্ষার্থীদের হল থেকে নিয়ে আসেন। ২০১১ সাল পর্যন্ত 'তিব্বত হল' লেখা সাইনবোর্ড থাকলেও শিক্ষার্থীরা আর হলটিতে ফিরে যেতে পারেনি। বর্তমানে একাংশ পরিত্যক্ত জায়গা আর ভাঙা দেয়ালে পুরনো হলটির কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়।

২.শহীদ আনোয়ার : আরমানীটোলার মাহুতটুলির ১, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী রোডের ৪০ কাঠা জমির শহীদ আনোয়ার শফিক হলটি স্থানীয় প্রভাবশালীরা দখলে নিয়ে পুরনো ভবন ভেঙে নতুন করে টিন, হার্ডওয়ার ও ফার্নিচারের গোডাউন তৈরি করে।

৩. সাইদুর রহমান : টিপু সুলতান রোডের ১৫, ১৭ ও ২০ যদুনাথ বসাক লেনে সাইদুর রহমান হলে হার্ডওয়ারের দোকান তৈরি হয়েছে।

৪. রউফ মজুমদার হল : পার্শ্ববর্তী রউফ মজুমদার হলটিও একইভাবে দখল করা হয়েছে।

৫. শহীদ আজমল হোসেন হল : পাটুয়াটুলীর ১৬ ও ১৭ নং রমাকান্তনন্দী লেনের শহীদ আজমল হোসেন হলটি ছিল পুলিশের দখলে। ১৯৯৬ সালে এর একাংশ দখল করেন স্থানীয় মোশারফ হোসেন খান। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'বেগম রোকেয়া (শহীদ পরিবার)' সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে জায়গাটি দখল করা হয়। এই পরিবারটি ছাড়াও হলটিতে বর্তমানে বিভিন্ন সমিতি ও প্রেসের কার্যক্রম চলছে।

৬. এছাড়া জবির তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ২৬, পাটুয়াটুলীর 'কর্মচারী আবাস' দখল করে ছয়তলাবিশিষ্ট ক্রাউন মার্কেট গড়ে তোলা হয়েছে।

এ দুটি হল উদ্ধারে ২০১৪ সালে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী মিছিল নিয়ে গেলে পুলিশ, ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা তাদের বাধা দেয়। পরে ২০১৪ সালের ২ এপ্রিল ঢাকা জেলা প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেট মাহাবুব জামিলের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল আজমল হল পরিদর্শন করে দখলদারদের প্রয়োজনীয় কাগজ প্রদর্শনের নির্দেশ দেন। ওইদিনই তারা ঢাকার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আবুল ফজলের কাছে তাদের কাগজপত্র জমা দেন। এরপর ৮ এপ্রিল এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা থাকলেও আর কোন অগ্রগতি হয়নি। এ বিষয়ে রেজিস্ট্রার ওহিদুজ্জামান বলেন, একটি প্রতিষ্ঠানকে এ বিষয়ে রিপোর্ট দেয়ার কথা থাকলেও এখনও দেয়নি।

৭. শহীদ আজমল হোসেন হল : বংশালের ২৬, মালিটোলার শহীদ আজমল হোসেন হলটি সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে শহীদ জিয়াউর রহমান উচ্চ বিদ্যালয় তৈরি করা হয়। ২০১৪ সালের হল আন্দোলনের সময় সহস্রাধিক শিক্ষার্থী মিছিল নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠানটিতে হলের ব্যানার টানিয়ে দিয়েছিল।

৮. শহীদ শাহাবুদ্দিন হল : তাঁতীবাজার ৮২, ঝুলনবাড়ী লেনের শহীদ শাহাবুদ্দিন হলটি দুই যুগেরও বেশি সময় পুলিশের দখলে ছিল। ২০০৯ সালের জুনে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আমিনুল হক এর দখল নেন।

৯. আবদুর রহমান হল : আরমানীটোলার বটতলার ৬, এসি রায় রোডের চিন্ময়ী দেবীর বাড়িটি ১৯৬৫ সালে অর্পিত সম্পত্তি হয়।

পরে তৎকালীন কলেজের শিক্ষার্থীরা বাড়িটিকে ছাত্রাবাস বানিয়ে আবদুর রহমান হল নাম দেয়। বর্তমানে পুলিশের দখলে রয়েছে এটি। হলটির পুরনো অবকাঠামো ঠিক থাকলেও শিক্ষার্থীদের ২০১৪ সালের হল আন্দোলনের পর এর মূল ফটক থেকে হলের নামাঙ্কিত সাইনবোর্ডটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ওই বছরের ৯ এপ্রিল সংসদ দস্য কাজী ফিরোজ রশিদের নেতৃত্বাধীন বেদখল হল উদ্ধারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির চতুর্থ সভায় হলের কেয়ারটেকার নাসির উদ্দিন গংয়ের পরিবর্তে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কেয়ারটেকার নিয়োগ দিতে বলা হয়। পরে ১৮ এপ্রিল ভূমি আইনের অধিশাখা-৪ এর অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে হলটির কেয়ারটেকার নিয়োগ দিতে জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেয় ভূমি মন্ত্রণালয়। কিন্তু পরে ১২ মে হলটির মালিকানা দাবি করে দাতব্য প্রতিষ্ঠান আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম আপিল করলে ইনজাংশন জারি করেন হাইকোর্ট। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৯৯৬ সালে সংস্থাটি হলটির মালিকানা দাবি করে আদালতে মামলা করে মালিকানার রায় পেলেও 'জাল' কাগজপত্র ব্যবহার করায় সংস্থাটির সভাপতি কেএম আকবরের বিরুদ্ধে ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে শাহবাগ থানায় মামলা হয়।

উদ্ধার হওয়া পরিকল্পনাহীন ৩ হল

দখলে ৩টি হল থাকলেও স্বল্প জায়গার কারণে এ হলগুলো নিয়ে তেমন কোন পরিকল্পনা নেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের। ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক নতুন হল তৈরির দিকেই নজর প্রশাসনের। দখলে থাকা হলগুলোর মধ্যে টিপু সুলতান রোডের ৫/১, ২, ৩, ৪ ও ৬ নং গোপীমোহন বসাক লেনের নজরুল ইসলাম হলটি শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পর ২০১৪ সালের ২ এপ্রিল (৩০ এপ্রিল ১ বছরের জন্য লিজ দেয় ভূমি মন্ত্রণালয়) ঢাকা জেলা প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়কে বুঝিয়ে দেয়।

এর আগে ২০১১ সালের ৩ অক্টোবর শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে বংশাল মালিটোলার ড. হাবিবুর রহমান হলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের হল উদ্ধার কমিটির আহ্বায়ক নুরুল ৎমামেনের কাছে বুঝিয়ে দেন জেলা প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেটরা। এছাড়া ৩৫ ও ৩৬ প্যারিদাস রোডের ১ নং ঈশ্বরচন্দ্র দাস লেনের ১০ কাঠার বাণী ভবনের কিছু অংশ বেদখল হয়ে গেলেও সিংহভাগ দখল করে এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা সেখানে বসবাস করছেন। এ তিনটি হলের বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও বেদখল হল উদ্ধারের লক্ষ্যে গঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির সদস্য সচিব প্রকৌশলী ওহিদুজ্জামান বলেন, আসলে এ হলগুলো থাকার ও ব্যবহারের অনুপযোগী। আর নতুন হলের জন্য আমরা যে বাজেট নিয়েছি তা শেষ না করে এটি ব্যবহার উপযোগী করাও সম্ভব নয়।

এছাড়া ২০১২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের তৎকালীন আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম আকন্দের নেতৃত্বে ৩/১, লিয়াকত এভিনিউয়ের ২৩ কাঠা খাসজমির 'পুরনো দখলদারদের' উচ্ছেদ করে বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছাত্রী হলের ব্যানার টানিয়েছিল শিক্ষার্থীরা। পরে ২০১৩ সালের ২৫ আগস্ট শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বৈঠকে জায়গাটিতে এক হাজার ছাত্রীর জন্য ২০ তলাবিশিষ্ট দুটি টাওয়ার নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। ওই বছরের ২২ অক্টোবর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলেও কাজ শুরু হয় পরের বছরের ২০ অক্টোবর। এ দীর্ঘ সময়েও হলটির একতলা পর্যন্ত কার্যক্রমও এখনও সম্পন্ন হয়নি। এছাড়া কেরানীগঞ্জে ছাত্রদের জন্য পৃথক হলের ঘোষণা থাকলেও সে কাজও এখনও শুরুই হয়নি।

নতুন দাবি পরিত্যক্ত কারাগার :

২০১৪ সালে হল আন্দোলন চলাকালে হল পুনরুদ্ধার ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পরিত্যক্ত কারাগারে জগন্নাথের হল নির্মাণের দাবি জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের ২৩ মার্চ জায়গাটি স্থায়ী লিজ পেতে স্বরাষ্ট্র সচিব বরাবর আবেদন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সম্প্রতি জঙ্গি হামলার ঘটনায় ব্যাচেলরদের বাসাভাড়া ভোগান্তির পরিপ্রেক্ষিতে কারাগারের জায়গার দাবিতে নতুন করে আন্দোলনে নেমেছে শিক্ষার্থীরা।

এ বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের পর গত ১৪ আগস্ট পরিত্যক্ত কারাগারে হল নির্মাণের জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়সহ সব জায়গায় চিঠি দিয়েছিল। আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের মিটিংয়ে আমাদের দাবিটি বিবেচনা করা হবে। আর দখল হওয়া হলগুলোর বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এগুলো তৎকালীন হিন্দুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি, যা তখনকার ছাত্ররা থাকত। এগুলো নিয়ে বিভিন্ন জনের সঙ্গে মামলা চলছে।